দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 25 APR 1988
পৃষ্ঠা 2 কলাম 3

13

বাংলাদেশে কৃষি শিক্ষা

প্রফেসর ডঃ আবদুল হালিম

চীনা ভাষায় একটি প্রবাদ আছে "এক বছরের জন্য যদি তুমি নির্ভাবনায় কাটাতে চাও, তবে এখনি ধান্য রোপণ কর, দশ বছরের জন্য তা চাইলে কালক্ষেপ না করে বৃক্ষরোপণ কর, আর একশো বছরের জন্য নিশ্চিন্ত হতে চাইলে শিক্ষার বুনিয়াদকে শক্ত করে গড়ে তোল"। জাতীয় উন্নয়নে শিক্ষার যে বলিষ্ঠ প্রভাবের কথা এখানে উচ্চারিত, বাংলাদেশে কৃষি শিক্ষার ক্ষেত্রে তা আরও বেশী গুরুত্ববহ হিসেবে ধরা দেয়। কৃষি শিক্ষাকে তার সঠিক লক্ষ্যে পুরোপুরি সফলতা লাভ করতে হলে অবশ্যই সময়োপযোগী চারিত্র্য অর্জন করতে হবে। বাংলাদেশের কৃষি শিক্ষা যদিও সাম্প্রতিক ঘটনা, তবুও আজকের বিজ্ঞানের দ্রুত বিকাশের সংগে খাপ খাইয়ে নিতে তার সার্বক্ষণিক সচেতনতা প্রয়োজন। এ বিষয়ে দায়িত্ব দেশের সব কৃষিবিদদের উপরই সমানভাবে বর্তায়। উচ্চতর কৃষি শিক্ষা প্রদানের জন্য ময়মনসিংহস্থ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম বর্তমানে ৬টি অনুষদ ও ৪২টি বিভাগ সমন্বয়ে গঠিত। তাছাড়া তেজগাঁও কৃষিকলেজ, পটুয়াখালী কৃষিকলেজ এবং গাজীপুরস্থ শালনায় একটি স্নাতকোত্তর কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানগুলো কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। এইচ এস, সি, পরীক্ষায় কৃতিত্বের সংগে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা চার বৎসরের কোর্স সমাপ্তির পর স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রী পেয়ে থাকে এবং পরবর্তী এক বছরের কোর্স সমাপ্তির পর এম, এস-সি ডিগ্রী পেয়ে থাকে। পি, এইচ-ডি কোর্স তিন বছর মেয়াদী এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮টি বিভাগে পি, এইচ-ডি পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের গবেষণা তত্ত্বাবধানের উপযুক্ত ব্যবস্থা রয়েছে।

বর্তমানে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজসমূহে শুধু কৃষি অনুষদের পাঠক্রম পড়ানোর সুযোগ রয়েছে। উচ্চতর কৃষি শিক্ষা ছাড়া মাঠ পর্যায়ের কর্মী সৃষ্টির জন্য রয়েছে কৃষি সম্প্রসারণ শিক্ষায়তন। শিক্ষায়তনগুলোতে ব্যবহারিক কৃষি শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে দুই বৎসর মেয়াদী কোর্সে শিক্ষা দেয়া হয়। এস, এস, সি, উত্তীর্ণ ছাত্ররা এই কোর্সে শিক্ষালাভের সুযোগ পান।

কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোও বাংলাদেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যায় আক্রান্ত। গত ১০/১৫ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার পরিবেশ সবচেয়ে বেশী বিঘ্নিত হয়েছে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে। রাজনৈতিক গোলযোগ ও প্রতিকূল পরিবেশের কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পরীক্ষার সময়কাল নির্ধারিত সময় থেকে কমপক্ষে তিন বছর পিছিয়ে আছে। ফলে, সৃষ্টি হয়েছে সেশন জট। এর প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি হচ্ছে স্থান সঙ্কুলান ও শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হওয়া সহ আরও কতগুলো অনাকাঙ্ক্ষিত সমস্যা। উপরোল্লিখিত সমস্যার সমাধান সার্বিক আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির সংগে সংশ্লিষ্ট।

কৃষি শিক্ষা যেহেতু একটি প্রায়োগিক শিক্ষা, কাজেই সময়ের চাহিদার প্রতি সচেতন থাকা একান্ত প্রয়োজন। এ কারণেই সময়ের চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে পরিবর্তন আনতে হয়। কৃষি অনুষদের বিভিন্ন বিভাগের দিকে লক্ষ্য করলে দেখি, কোন কোন বিভাগ সময়ের চাহিদার সাথে পাঠ্যসূচীতে পরিবর্তন আনলেও গত ১০ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে তাদের সিলেবাস বা পাঠ্যসূচীতে কোন পরিবর্তন আনেননি।

একটি জরিপে দেখা যায়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতিকেও অনেকে সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। ৪৫% সদ্য পাস করা গ্রাজুয়েট পরীক্ষা পদ্ধতিকে ত্রুটি হিসেবে চিহ্নিত করে সেমিষ্টার পদ্ধতি চালু করার পক্ষে মত দিয়েছেন। ৭০% শিক্ষক মনে করেন, অবিলম্বে সেমিষ্টার পদ্ধতি চালু হওয়া উচিত। এম, এস-সি পরীক্ষার ক্ষেত্রে চলছে এক অস্বস্তিকর অবস্থা। এক বছরের কোর্স শেষ করতে চার বছর সময় লাগছে। এক বিভাগের কোর্স যথাসময়ে শেষ হলেও অন্য বিভাগের কোর্স শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্য বিভাগের ছাত্রদের অপেক্ষা করতে হয়। তাছাড়া কিছু ছাত্র তাদের ছোটখাট অসুবিধার জন্যে দরখাস্ত করলেই এম, এস-সি পরীক্ষা পিছিয়ে যায়। ফলে দিন দিন এ সমস্যাটি জটিলতর হচ্ছে। এ সমস্যার একমাত্র সমাধান বিভাগওয়ারী এম,এস-সি থরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা। তদুপরি এম-এস; সি পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ থিসিস এর নাম্বার উঠিয়ে দেয়াতে ছাত্রদের গবেষণার গুণগত মান অনেক কমেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শুরু থেকে ১৯৮০ সাল এর আগ পর্যন্ত এম, এস-সি থিসিস কাজের জন্য ২০০ নাম্বার প্রদান করা হত। কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে পরবর্তী পর্যায়ে ইহা উঠায়ে শুধু পাস ও ফেল দ্বারা থিসিস-এর কাজে মূল্যায়ন করা হয়। ইহার ফলস্বরূপ থিসিস-এর কাজ ছাত্রদের আগ্রহ নিদারুণভাবে কমেছে। উল্লেখ্য, ঢাকা ও দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের থিসিস-এর নাম্বার দিয়ে মূল্যায়ন করা হয়। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ও তাই থিসিস-এর উপর পুনরায় নাম্বার প্রদান করার পদ্ধতি প্রবর্তন করা দরকার। সাম্প্রতিক তথ্য সম্বলিত বই এবং জার্নালের অভাব আরেকটি সমস্যা। ৪৭% শিক্ষক মনে করেন বই ও জার্নালের অভাব শিক্ষার ত্রুটির অন্যতম কারণ।

আমাদের দেশের কৃষকেরা একই সাথে মাঠে ফসল, শাক-সবজি ফলমূল, হাঁস-মুরগি, গরু-বাছুর, মাছ, গাছ-গাছড়া ইত্যাদির আবাদ করে থাকেন। তাদেরকে সামনে রেখেই আমাদের আগামী দিনের কৃষি-শিক্ষা কাঠামো তৈরী করা দরকার। তাই ভবিষ্যতে এদেশে আরও কৃষিশিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হলে সাধারণ কৃষিশিক্ষায় শিক্ষা দেয়ার জন্যই তৈরী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা কি হওয়া উচিত নিয়েও কিছু কথা বলা প্রয়োজন। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে আরও ফলপ্রসূ এবং বাস্তবমুখী করা এবং সাথে সাথে এই এলাকার কৃষক ও কৃষি যাতে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরাসরি উপকৃত হতে পারে সেই লক্ষ্যে ময়মনসিংহ অঞ্চলের গবেষণা সম্প্রসারণ এবং প্রশিক্ষণের প্রাথমিক দায়িত্ব এ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরই ন্যস্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। অবশ্য সরকারী এবং আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যৌথভাবে কাজ করবে। এব্যাপারে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের/বিভাগের সাথে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি আনুষ্ঠানিক চুক্তি হওয়া দরকার। এতে কৃষি-শিক্ষা, গবেষণা এবং সম্প্রসারণ প্রতিষ্ঠানগুলোর যৌথ কার্যপ্রবাহের মাধ্যমে সার্বিক কৃষির উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। তাছাড়াও এ সমস্ত প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে কৃষির উপর বাস্তবধর্মী পুস্তক-পুস্তিকা, প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল এবং অন্যান্য প্রকাশনা বের করে আনুষ্ঠানিক, উপানুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক কৃষি শিক্ষাকে আরও জোরদার ও বাস্তবমুখী করে তুলতে সক্ষম হবে।